

**এইউএসটিতে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান সম্পন্ন:**



পৃথিবীর কোন দেশই বাংলাদেশের মতো এত রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেনি। '৫২ ও '৭১ এর ঘটনা প্রমাণ করে আমরা যোদ্ধা জাতি, আমরা মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারি। জাতি এক থাকলে যে কোন কিছু অর্জন করা সম্ভব তা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রমাণ করেছে। আজ ৭১ এর মতো আমাদের দেশপ্রেম দরকার। মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক শীর্ষক অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে এসব কথা তুলে ধরেন মে. জে. (অব.) জামিল ডি. আহসান, বীর প্রতীক।



আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (এইউএসটি) সেমিনার কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এইউএসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. এ.এম.এম. সফিউল্লাহ। এতে সভাপতিত্ব করেন এইউএসটির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কাজী শরিফুল আলম।



প্রধান অতিথি ড. সফিউল্লাহ তাঁর বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন আরেকজনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এখন সেটা হারিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধরে না রাখতে পারলে আমাদের যে এত বড় অর্জন তা অপূর্ণ থেকে যাবে। এসময় তিনি মে.জে. (অব.) জামিল ডি. আহসানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এনে মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট দিয়ে মে.জে. (অব.) জামিলকে সম্মাননা জানান কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কাজী শরিফুল আলম।



মে.জে. (অব.) জামিল তাঁর স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যে ১২টি ধাপে মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধের সার্বিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যুদ্ধের সময় অগণিত বাঁধা আর কঠিন কঠিন সমস্যা নিয়ে আমরা জয়লাভ করেছি। কিন্তু, পরবর্তীতে আমাদের মাঝে সেই চেতনা হারিয়ে যাওয়ার আমাদের অর্জন ক্ষয় হয়েছে। তারপরও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি উন্নতির দিকে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সেই মহান চেতনাকে ধারণ করার জন্য বর্তমান তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মোহাম্মদ ফারুকুর রহমান এবং সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এম.এ. হুসেইন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

